দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..7..AUG. 2017...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম.....৪......

ক্লাসে ফেরার প্রত্যয় রাবির ১১ শিক্ষকের

জিএ মিল্টন, রাবি ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আখতার ফারুককে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এম আবদুল বারী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মো. তাজুল ইসলাম এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ।

এদিকে তদন্ত কমিটি গঠন করায় এবং উপাচার্যের অনুরোধে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১১ শিক্ষক ক্লাসে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে একাডেমিক কমিটির সভা, প্ল্যানিং কমিটির সভা বর্জনসহ

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

ক্লাসে ফেরার প্রত্যয় রাবির ১১ শিক্ষকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিভাগীয় সভাপতিকে সহযোগিতা থেকে অব্যাহত থাকবেন তারা। রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি শেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেন ওই ১১ শিক্ষক। অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া অধ্যাপক আমিনুর রহমান ও অধ্যাপক এক্রাম উল্যাহ এসব কথা জানান।

এর আগে সভাপতির অপসারণ দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১১ শিক্ষক ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. নাসিমা জামানের দপ্তরের সামনে তারা এ কর্মসূচি শুরু করেন।

এদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সবকটি শ্রেণিকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচির কারণে ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। তারা বিভাগের শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন করে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জোর দাবি জানান।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সভাপতির দপ্তরের সামনে বিভাগের ১১ শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। এর আগে তারা বিভাগের সবকটি শ্রেণিকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। হঠাৎ করে বিভাগের শিক্ষকদের এমন কর্মসূচির কারণে বিভাগে ক্লাস করতে আসা শিক্ষার্থীরা দুপুর পর্যন্ত ভবনের বারান্দায় অবস্থান করেন। তারা দল বেঁধে শিক্ষকদের সেই অবস্থান কর্মসূচি পালনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন।

শিক্ষকদের নজিরবিহীন সেই অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা হলেন– অধ্যাপক ড. এম আমিনুর রহমান, অধ্যাপক এসএম এক্রাম উল্যাহ, ড. এসএম রাজী, ড. কফিল উদ্দিন আহমেদ, ড. মো. রুহুল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক ড. ফরহাত তাসনীম, মো. তারেক নূর, সহকারী অধ্যাপক মোসা. কামরুন নাহার, ড. একেএম মাহমুদুল হক, ড. মো. সুলতান মাহমুদ, এসএম মোখলেসুর রহমান।

অধ্যাপক এসএম এক্রাম উল্যাহ জানান, বিভাগের সভাপতি নাসিমা জামানের প্রত্যক্ষ মদদে সহকারী অধ্যাপক রুখসানা পারভীন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণিকক্ষে যে ধারাবাহিক কটূক্তি করে আসছিলেন, তার প্রতিবাদ ও বিচার দাবি করে আন্দোলন করায় তাদের বিরুদ্ধে সভাপতি ও ওই শিক্ষিকা উদ্ভট সব অভিযোগ তুলছেন। যাতে শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের ভাবমর্যাদাও ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানে বিভাগের সভাপতিকে অপসারণের বিকল্প নেই। জানতে চাইলে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. নাসিমা জামান বলেন, 'বিভাগের সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থীদের নকলের মহোৎসব করার সুযোগ দিচ্ছেন ওই শিক্ষকরা। বিভিন্ন সময়ে বিভাগের অর্থ কেলেঙ্কারিতেও তারা যুক্ত। নিজেদের বিরুদ্ধে জমে থাকা বিভিন্ন অপকর্ম থেকে বাঁচতে একজোট হয়ে আমার সহকর্মীরা এখন অশিক্ষকসুলভ আচরণ করছেন।' রাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আবদুস সোবহান বলেন, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কাদা ছোড়াছুড়িতে বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। সংকট সমাধানে আমরা চেষ্টা করছি। দ্রুত বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২ আগস্ট দায়িত্বে অবহেলা ও সভাপতির কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি না টানানোসহ সাত অভিযোগে সভাপতির প্রতি অনাস্থা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখিত অভিযোগপত্র দেন ওই শিক্ষকরা। পরদিন সভাপতি ১১ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ তুলে প্রশাসনকে পাল্টা অভিযোগপত্র দেন।

এর আগে বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুখসানা পারভীনের বিরুদ্ধে শ্রেণিকক্ষে ও বাইরে বিভাগের অন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 'মর্যাদাহানিকর' ও 'কটূক্তিমূলক' কথাবার্তা বলার অভিযোগ তুলেন বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষক। বিষয়টি সমাধানে ১১ শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ আগস্ট বিভাগের একাডেমিক কমিটির তলবি সভা আহ্বান করেন সভাপতি অধ্যাপক ড. নাসিমা জামান। কিন্তু সভা শুরুর অল্প কিছু সময় আগে তিনি ওই সভা স্থগিত করেন। তিনি জানান, উপউপাচার্যের মৌখিক আদেশে সভা স্থগিত করেছেন। তবে উপউপাচার্য সভা স্থগিতের আদেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। পরে ৩১ জুলাই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুখসানা পারভীন বিভাগের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে একাডেমিক ও যৌন হয়রানির অভিযোগ করে।

রাবি প্রক্টর মজিবুলের পদত্যাগ : ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মজিবুল হক আজাদ খান পদত্যাগ করেছেন। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপাচার্য মো. আবদুস সোবহান বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। উপাচার্য তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

নতুন প্রক্টর অধ্যাপক লুৎফর : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান। গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এম আবদুল বারী। আবদুল বারী বলেন, 'উপাচার্য নিজ ক্ষমতা বলে লুৎফর রহমানকে প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................

চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর